ভারতের সঙ্গীত বহুল
সেরা ছবি!
কাহিনী-তুলসী লাহিড়ী
পরিচালনা-সুশীল মজুমদার
সুরকার-ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত পরিচালক-হীরেন ঘোষ
সম্পাদনা-অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী
কণ্ঠ সঙ্গীত
হেমন্ত • সন্ধ্যা • কৃষ্ণা
সিদ্ধেশ্বর • সুমিতা
বীণা চিত্রমের
রিক্তা
পরিবেশনা
বীণা ফিল্মস

বীণা চিত্রমের উপহার

রিক্তা

প্রযোজনা : **বীণা চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সুশীল মজুমদার**

সঙ্গীত পরিচালনা : হীরেন ঘোষ সুরকার : ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী—তুলসী লাহিড়ী। তত্ত্বাবধান—শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র—অজিত সেনগুপ্ত। প্রধান যন্ত্রী—মধু শীল। সম্পাদক—বিনয় বন্দ্যোঃ। সঙ্গীত গ্রহণে—সত্যেন চট্টোঃ ও রবীন চট্টোঃ (বোম্বে)। শিল্পসচীব—অর্জ্জুন রায়। শিল্প শির্দ্দেশ—ভূপেন মজুমদার। রূপকার— জিতেন গোস্বামী। গীতিকার—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

সহকারী :

পরিচালনা—মনি ঘোষ ও হেরম্ব চক্রবর্ত্তী। আলোকচিত্র—নির্ম্মলজ্যোতি ঘোষ ও রমেন পাল দত্ত। ধ্বনিলেখন—শচীন চক্রবর্ত্তী ও কল্যাণ সেন। শিল্পনির্দ্দেশ—গোপীনাথ সেন। রূপায়ণে—পূরণ শর্ম্মা। সম্পাদনা—অমিয় মুখার্জ্জি ও দেবী চক্রবর্ত্তী। সঙ্গীত গ্রহণে—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনা—নৃপেন বসাক। সঙ্গীতে—ভোলা বিশ্বাস। প্রচারে—শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিমাই পালিত ও গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়॥

নেপথ্য কণ্ঠে : হেমন্ত - কুমার শচীন দেব - সন্ধ্যা - কৃষ্ণা - সিদ্ধেশ্বর, সুমিতা - বিথীকা - ঝর্ণা - সিপ্রা

নব-রূপকার—পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়

অহীন্দ্র	- ছায়া	সুশীল	- রমলা
সন্তোষ	- কানু	তুলসী লাহিড়ী	- রাজলক্ষ্মী
বতীন	- মোহন	নৃপতি	- সত্য
কার্ত্তিক	- চুনীবালা	ব্ল্যাকী	- ফ্যানিম্যান

ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীতে সম্পূর্ণ নূতন টেক্‌নিকে পরিস্ফুটিত, পরিবর্দ্ধিত ও নব-রূপায়িত ওয়েষ্ট্রেক্স মেসিনে শব্দ, ধ্বনি ও সঙ্গীত গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক—বীণা ফিল্মস্

রিক্তা

নারী কেন আপন সতীত্বে অজেয়—তারই এক মর্ম্মস্পর্শী ছবি রিক্তা।

করুণা বড়ঘরের বৌ। তরুণ ব্যারিষ্টার বিকাশ চৌধুরীর দুরন্ত ব্যবসার লাগাম ছাড়বার একমুহূর্ত সময় নেই। করুণা নিঃসঙ্গ বোধ করে। সংসারে একা আর কোলের ছেলে এ বৈত আর কেউ নয়!

ছেলেবেলার মনের মত বন্ধু অশোক বিলেত ঘুরে এল বেড়াতে। করুণা একজন সঙ্গী পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। একা-একা দিন-না-কাটা ভারী দিনগুলো ভারী হাল্‌কা লাগে! আত্মীয় পরিজনরা কিন্তু ভুল বুঝল। করুণা আর অশোককে নিয়ে কুৎসা রটে গেল। একদিন স্বামী বিকাশ চৌধুরীও সন্দেহের প্রশ্ন তুলল। সতীনারী সব সইতে পারে কিন্তু তার পতি-প্রেমের প্রতি ভ্রূকুটি। করুণাকে তাই সতীত্বের দুঃসহ পরীক্ষা দিতে হল।

অসহায়, অবলম্বনহীন, অনাদৃত সতীত্বের মর্য্যাদা মাথায় করে করুণা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। শিশুপুত্রের মাতৃপ্রেমও তার আঁচল ধরে টেনে রাখতে পারল না।

কিন্তু সতীত্ব যার অবলম্বন তার কাছে মাতৃপ্রেম ও পতিপ্রেম অপরাজেয় শক্তির উৎস। পুণ্যতোয়া নদীর মত দুঃসহ দুর্গম পথে অভিমানিনী সতী নারীর পথচলা সুরু হল। কত আত্মপরীক্ষার মহিমায় অবিচল থাকতে হল—তারই বিচিত্র কাহিনী এল করুণার জীবনে। কিন্তু করুণা তো শুধু সতী নয়, সে সতীত্বের মূর্ত্য প্রতিমা—সে জননী।

নারী জীবনের কত আরাধনার ধন স্বামী ও পুত্র। বিচ্ছেদ বিধূর সতী ও জননী করুণা প্রতিদিন পুত্রের প্রতিটি খবর রাখতে লাগল।

একদিন সে কাশীতে এসে সকলের জননী হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু শয়তান সতীকে সংঘাত না করলে, সতীত্বের মহিমা নারী জীবনে কোথায় ?

কাশীতে এক মন্দিরে করুণা সবার কাছে মা বলে শ্রদ্ধা পেতে লাগল এমন সময় শয়তানের চক্রান্তে আর একবার সতী ও জননীকে এক দুর্ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। পরিণামে দেখা গেল করুণা খুনের অপরাধে অপরাধিনী।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল করুণাকে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ তারই পুত্র তার বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুমের প্রার্থনা জানাচ্ছে বিচারকের সামনে। এ যেন সতীত্বের ও মাতৃত্বের যুগ্ম পরীক্ষা। গর্ভের সন্তান কিছুতেই যদি চেনা না যায় তবে কি স্পর্শেও চেনা যাবে না!

একটি মাতৃস্পর্শে ব্যারিষ্টার বিকাশ চৌধুরীর ছেলে বিমল হতচকিত হয়ে গেল। এ নিশ্চয় তার কেউ অত্যন্ত আপনার, সে ক্ষণিকের স্পর্শে চিনেছে।

তারপর মাতৃত্ব ও সতীত্ব প্রতিষ্ঠা পেল এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বময়ী নারীর আত্মমর্য্যাদার মহিমায়।

সঙ্গীত

—এক—

করুণা

খামো বন্ধু, দাঁড়াও ক্ষণেক থামি'
দিগ্বিজয়ের সওয়ার হ'তে বারেক এস নামি'।
চলার বেগে শুধুই পথে উড়ালে ধুলি,
দলিয়া গেলে নিঠুর পায়ে স্বপনগুলি,
পথের পাশে এখানে তরু মেলেছে ছায়া
মিনতি করে গহন নীল নদীর মায়া,
একটী ব্যাকুল হৃদয় তব সঙ্গ কামী।

—দুই—

করুণা

ভাবন্য কিরে, শেষ হ'ল তোর সাধন !
ভেসে যাবার জোয়ার আসে, যাক্ না ছিঁড়ে
বাঁধন !
দিগন্তে ঐ সর্ব্বনেশে
মৃত্তি এল তুফান বেশে
বজ্র শিখার অট্টহাসে ডুবল' মেঘের কাঁদন।
ব্যাকুল হ'য়ে কুলের পানে নয়ন মেলে,
অনেক দিন ত' রইলি বসে নোঙর ফেলে।
এবার অকুল খোঁজার পালা
শেষ দুরাশার মশাল জ্বালা
সেই অজানায় বরণ করার চলুক প্রসাধন।

—তিন—

করুণা

নয়ন মুদিতে মানি ভয়
যে কথা ভুলিতে চাই
আঁধার ভরিয়া রয়
বিজন শয়নে জাগি
ঘুমের শরণ মাগি
স্বপন-জাগর এক হয়
যে বেণু সুরের সুধা জানে
বনে আর মন তারে মানে !
তপন মুছিয়া দেখি
আঁধার ভরিয়া এ কি !
তারকায় তারি পরিচয়।

—চার—

করুণা

গহন বনের হরিণ আমার
উতলা হয় থাকি থাকি
বাতাস তারে ব্যাকুল করে,
গন্ধ মদির সুবাস মাখি।
আঁখি তাহার ভুলেছে ঘুম
ফুট্‌লো যেথায় অচিন্ কুসুম
দিকে দিকে বেড়ায় ছুটে,
বৃথাই সবায় শুধায় ডাকি।

—পাঁচ—

ভাটিয়ালী (পথিক)

নাইরে আশা নাই
প্রভাতে ছিল যে মেঘ, এখন তাহার কোথায়
দেখা পাই।
শিশু-রবির মুখটি মুছে সোনার আঁচল দিয়ে,
আশীষ খানি রেখে শুধু মরণটুকু নিয়ে,
কোন অকুলে গেল ভেসে, নাইক, ঠিকানাই!

তপ্ত মরুর নিশান তারে শুষিতে চায়,
উত্তর বায় তারে যে হায় তাড়িয়ে বেড়ায় ;
তিলে তিলে রঙগুলি তার কখন গেল খসে
গভীর হ'ল ছায়াখানি গাঢ় বেদন রসে
চোখের জলে পড়বে খ'সে, কোথায় ভাবি
তাই।

—ছয়—

ভিখারী

হাতে যার শঙ্খ বলয় মঙ্গলময়
সীমন্তে যার সিঁদুর লেখা।
সে মেয়ে সীতার দেশের
সে মেয়ে সতীর দেশের
সে মেয়ে মরণ ভয়ে ভয় না পেয়ে
দুখের পথে যায় যে একা।

জীবনের কাঁটায় ভরা কান্না ঝরা পথে
সে চলে পুষ্প রথে ইন্দ্রধনুর রথে
বিপদের হাত এড়িয়ে আঁধারের পথ পেরিয়ে
সে চলে আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে,
নেই যেখানে আলোর রেখা॥
হৃদয় মন্দিরে ওই বন্দনা করি যার
বেহুলা সাবিত্রী সীতা সতী
নিজেরে দহিয়া সে যে নিজেরে বিলায়ে ক'রে
ত্রিভুবন অমরাবতী
পৃথিবীর লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের জ্বালা
পরালো কণ্ঠে যে তার মরণ জয়ের মালা
সে দেবীর চরণ নমি
এ ভূমি তীর্থ ভূমি
এ ভুবন ধন্য হলো অঙ্গনে তার
আজ সে পেয়ে দেবীর দেখা॥

—সাত—

সন্ন্যাসী

আকাশ রূপী হে মহাকাল নমো নম।
তুমিই আলো তুমিই আঁধার নিবিড়তম
অসীম তব বক্ষ পরে
আদিম নিশা লীলাভরে
নৃত্য করে শ্যামা রূপে
কি মহিমা অনুপম !

আপন-ভোলা, অঙ্গে তোমার মাখ' যে ছাই,
কত প্রলয়-দাহন শেষের মনে কি নাই !
নিখিল-ধারার যত আবিল,
গ্লানির বিষে তুমি যে নীল ;
তবু চির অমর তুমি
জটায় বাঁধা গঙ্গা সম।

—আট—

রমলা

আরও একটু সরে বসতে পারো
আরও একটু কাছে,
দূরে থাকার ছলনা হায় বৃথা,
ছল ছল নয়ন যবে যাচে।
হাতে যদি পড়েই এসে হাত ;
মুখের প'রে হ'লে নয়ন-পাত
হৃদয় কেঁপে ওঠেই অকস্মাৎ
লজ্জা পাবার সময় অনেক আছে।
চুলের মৃদু সুবাস হাওয়ায় ভাসে
নেশায় বিভোর মন ;
আজকে জানি আমরা দুজন বাদে
পৃথিবী নির্জ্জন।

কথার পরে কাজ কি কথা গাঁথা
কাঁধের পরে পড়ুক নুয়ে মাথা
কথার অতীত গহন নীরবতায়
মোদের সুধার স্বর্গ মিলিয়াছে।

—নয়—

রমলা

চাঁদ যদি নাহি ওঠে, না উঠুক্
ক্ষতি নেই এই বেশ ভালো
আহত নগর দূরে গরজায়
আঁধার ঘিরেছে জমকালো।

আমি যেন ঢেউ আর তুমি তীর,
উতরোল টলমল অস্থির,
ভেঙ্গে পড়ি বার বার দুরাশায়
খোঁজা তবু এখনো না ফুরাল।
তীর আর সাগরের লীলা এই
বিচ্ছেদ মিশে আছে মিলনেই
চাঁদ উঠে আজ আর কাজ নাই
রাঙা বেদনার আজ রোশনাই
যে দাহনে দিগন্ত দীপ্ত
জ্বালা তার নাই আর জুড়ালো।

বীনা চিত্রমের পরবর্ত্তী আকর্ষণ

★

প্রতিশোধ

★

তটিনীর বিচার

★

পাপের পথে

★

সাতভাই চম্পা

বীনা ফিল্মসের পক্ষে শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।